হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ৪১৫৯/২০২০

সাদিয়া আফরিন

----সাজাপ্রাপ্ত-আসামী-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য একজন

------প্রতিবাদীদ্বয়

সিনিয়র এ্যাডভোকেট এ,কে,এম, ফয়েজ সংগে

এ্যাডভোকেট মোঃ শাহজাদা সংগে

এ্যাডভোকেট লুৎফর রহমান

---সাজাপ্রাপ্ত-আসামী-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

----------২নং বিবাদী পক্ষে

এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকার এ্যাটনী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

-----রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী তারিখঃ ০৭.০৬.২০২৩, ১৪.০৬.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৫.০৬.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ১ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক মহানগর দায়রা মামলা নং ১০১৪৪/২০১৯ (সি, আর, মামলা নং ৭২২/২০১৮)-এ বিগত ইংরেজী ২৬.১১.২০১৯ তারিখে আপীলকারী সাদিয়া আফরিন (পলাতক)-কে The Negotiable Instrument Act, 1881-এ ১৩৮ ধারার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করতঃ উক্ত ধারায় ০৬ (ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও চেকে বর্ণিত টাকার সমপরিমান ২৪,০০,০০০/- (চব্বিশ লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড প্রদানের বিরুদ্ধে অত্র আপীল।

আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ শাহজাদা সংগে এ্যাডভোকেট লুৎফর রহমান বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। **অপরদিকে ২নং প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভেকেট অনুপস্থিত।**

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অত্র নথী পর্যালোচনা করা হলো। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ শাহজাদা সংগে এ্যাডভোকেট লুৎফর রহমান এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো। **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বাদীর অভিযোগটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ** **"মোকামঃ বিজ্ঞ মূখ্য মহানগর হাকিম সাহেবের আদালত, ঢাকা।** **সূত্রঃ সি, আর, মামলা নং-৭২২/২০১৮** ধারাঃ এন,আই,এ্যাক্ট ১৮৮১ (সর্বশেষ সংশোধনী-২০০৬) এর ১৩৮ ধারা মতে। মোঃ রফিকুল ইসলাম, পিতা-মোঃ নান্নু হাওলাদার, সাং-আলোকি চাঁদকাঠি, থানা-বাউফল, জেলাঃ পটুয়াখালী। বর্তমানে-২২/২, হাজী আঃ রশীদ লেন, থানা-বংশাল, জেলা-ঢাকা। ----------বাদী। ----বনাম--- সাদিয়া আফরিন, পিতা-সামসুল আলম, সাং-ডাক বাংলা রোড, সবুজনগর, মঠবাড়িয়া সদর, জেলা-পিরোজপুর। ----------আসামী স্বাক্ষীগনের নাম ও ঠিকানাঃ ১। বাদী নিজে। ২। ব্যবস্থাপক, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক। ঘঢনার তারিখ ও সময়-০৮.০৪.২০১৮ আনুমানিক সকাল-১১.৩০ ঘটিকায়। চেক প্রদানের তারিখ-০৮.১১.২০১৭ ইং চেক ডিজঅনারের তারিখঃ ০৮.০৪.২০১৮ ইং লিগ্যাল নোটিশ প্রেরনের তারিখঃ ১৭.০৪.২০১৮ ইং চেক-এ বর্ণিত টাকার পরিমান-২৪,০০,০০০/- (চব্বিশ লক্ষ) ঢাকা। ঘটনার স্থানঃ পূবালী ব্যাংক লিঃ, বংশাল শাখা, ঢাকা। বাদীপক্ষে বিনতি নিবেদন এই যে, ১। বাদী একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, দেশের প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। পক্ষান্তরে আসামী প্রতারক, ভন্ড, অসৎ প্রকৃতির লোক, দেশের প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি নাই। ***২। আসামীর বাদীর স্ত্রী থাকাকালে আসামীর পিতার দেনা***

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পরিশোধের নিমিত্তে বাদীর নিকট হইতে হিসাবে নেওয়া ২৪,০০,০০০/-(চব্বিশ লক্ষ) টাকা গ্রহণ করিলে উক্ত পাওনা পরিশোধের নিমিত্তে আসামী বাদীকে গত ০৮.১১.২০১৭ ইং তারিখ উল্লেখ করিয়া চেক নং- S.B. $\frac{25}{B}$ No. 0176891 টাকার পরিমান ২৪,০০,০০০/-(চব্বিশ লক্ষ) টাকা Pubali Bank Limited মঠবাড়ীয়া শাখা, যাহার হিসাব নং ৪১৭১১০১০১৫৮৪১ একটি চেক প্রদান করেন।
		৩। বাদী সরল বিশ্বাসে আসামীর দেয়া উপরোল্লিখিত চেকটি নগদায়নের জন্য নিজ নামীয় ব্যাংক হিসাবে Pubali Bank Limited, বংশাল শাখা, ঢাকার হিসাবে জমা প্রদান করিলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ উক্ত চেকটি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে প্রেরণ করিলে উক্ত চেকটি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ অপর্যাপ্ত তহবিল (insufficient Fund) মন্তব্যে চেকটি ০৮.০৪.২০১৮ ইং ডিজঅনার করেন।
		৪। আসামীর প্রদত্ত চেকটি পর্যাপ্ত টাকা না থাকার কারণে প্রত্যাখাত হইয়াছে এই মর্মে বাদী ১৭.০৪.২০১৭ ইং তারিখে তাহার নিয়োজিত আইনজীবী মারফত লিগ্যাল নোটিশ দ্বারা আসামীকে অবহিত করেন এবং উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামীর প্রদত্ত চেকটি যাহাতে অনার হয় সেই জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ কতে আসামীকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু উক্ত নোটিশের প্রাপ্তির স্বীকার পত্র অদ্যাবধি হাতে এসে পৌছাঁয় নাই।
		৫। আসামী একজন স্বচ্ছল ব্যক্তি এবং ইচ্ছা করিলেই বাদীর প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিতে পারে। আসামী অসাধু চিন্তায় বশবর্তী হইয়া বাদীর টাকা আত্মসাতের ঘৃন্য মোহে লিপ্ত রহিয়াছে। আসামী সম্পূর্ণ জ্ঞাত থাকিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে তাহার একাউন্টে টাকা না থাকা সত্ত্বেও বাদীকে চেকটি প্রদান করে নেগোশিয়েবল ইনষ্ট্রমেন্ট এ্যাক্ট (সর্বশেষ সংশোধিত ২০০৬) এর ১৩৮ ধারা মতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।
		৬। আসামীর প্রদত্ত চেকটি বাদীর নিকট রাখিয়াছেন এবং মামলার যথেষ্ট স্বাক্ষ্য প্রমান বাদীর হাতে রহিয়াছে বিধায় বাদী মামলা প্রমান করিতে সক্ষম।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

৭। অত্র মামলার ঘটনার স্থান বিজ্ঞ আদালতের এখতিয়ারাধীন বিধায় অত্র মামলাটি বিজ্ঞ সি,এম,এম, আদালতে দায়ের করা হইল।

উপরোক্ত অবস্থাধীনে প্রার্থনা অত্র মামলা নিগোসিয়েবল ইনষ্ট্রুমেন্ট এ্যাক্ট (সর্বশেষ সংশোধিত-২০০৬) এর ১৩৮ ধারার কগনিজেন্স গ্রহণ করিয়া আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারীক্রমে আসামীকে যথাযথ শাস্তি প্রদান করিতে এবং বাদীর টাকা আদায়ের বিহীত ব্যবস্থার আদেশ দিতে মর্জি হয়। ইতি, তাং-

আদালতের এহেন সদয় ও ন্যায় বিচারের জন্য বাদী চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।"

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় পি, ডাব্লিউ-১ এর জবানবন্দি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

পি, ডাব্লিউ-১

মোঃ রফিকুল ইসলাম

"আমি এ মামলার বাদী। ***আসামী আমার পাওনা টাকা পরিশোধের নিমিত্তে গত ০৮.১১.২০১৭ খ্রিঃ তারিখ ২৪,০০,০০০/- (চব্বিশ লক্ষ) টাকার একটি চেক প্রদান করেন।*** *চেকটি নগদায়নের জন্য ব্যাংকে উপস্থাপন করা হলে "অপর্যাপ্ত তহবিল" মন্তেব্যে ০৮.০৪.২০১৮ খ্রি. তারিখে ডিসঅনার হয়। আসামীকে ১৭.০৪.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে নিয়োজিত বিজ্ঞ কৌসুলী মারফত লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়। আসামী পাওনা টাকা পরিশোধ না করায় গত ২৪.০৫.২০১৮ খ্রিঃ তারিখ এ মামলা দায়ের করি। এ সেই নালিশী দরখাস্ত ও আমার স্বাক্ষর প্রদর্শনী- ১ ও ১/১। আরো দাখিল করলাম। মূল চেক, ডিসঅনার স্লিপ, লিগ্যাল নোটিশ, ডাক রশিদ ও এডিসহ ফেরত খাম প্রদর্শনী- ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬। আসামী আদালতে হাজির নাই। ন্যায় বিচার চাই। আসামী পলাতক।*

স্বা/- অস্পাস্ট
১২.১১.২০১৯"

বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ শাহজাদা নিবেদন করেন যে, আসামী সাদিয়া আফরিন অনার্স ৪র্থ বর্ষে পরীক্ষা শেষে ফলাফলের অপেক্ষায় থাকাকালীন পরিবারের সকলের অমতে আকস্মিকভাবে অত্র বাদী মোঃ রফিকুল ইসলামের সাথে **বিগত ইংরেজী ০৫.০৩.২০১৭ তারিখে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।** কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে তার স্বামী অভিযোগকারী মোঃ রফিকুল ইসলামের প্রকৃত অসৎ চরিত্র উদঘাটন হওয়ায় আসামী তার বাবা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, মা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব এর সাথে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে বিয়ের ১১ দিন পর বাদীকে বিগত ইংরেজী

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		১৬.০৩.২০১৭ তারিখে ডিভোর্স প্রদান করেন। আসামী সাদিয়া আফরিন কর্তৃক উক্ত ডিভোর্স প্রদান করায় তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে হয়রানী করার হীনমানষে **ডিভোর্সের ৮ মাস পর চুরি করা চেক ব্যাংকে নগদায়নের জন্য উপস্থাপন করে প্রত্যাখানের মাধ্যমে অত্র মোকদ্দমাটি দায়ের করেন।** ***স্বীকৃত মতেই বাদী/অভিযোগকারী মোঃ রফিকুল ইসলাম এর সাথে আসামী আপীলকারী সাদিয়া আফিরন এর বিবাহ মাত্র ১১ দিন টিকেছিল।*** **অভিযোগকারীর/বাদী তার দরখাস্তের ২নং প্যারায় বর্ণনা করেছেন যে, *"আসামী বাদীর স্ত্রী থাকাকালে আসামীর পিতার দেনা পরিশোধের নিমিত্তে বাদীর নিকট হইতে হিসাবে নেওয়া ২৪,০০,০০০/-(চব্বিশ লক্ষ) টাকা গ্রহণ করিলে উক্ত পাওনা পরিশোধের নিমিত্তে আসামী বাদীকে গত ০৮.১১.২০১৭ ইং তারিখ উল্লেখ করিয়া চেক নং-S.B. $\frac{25}{B}$ No. 0176891 টাকার পরিমান ২৪,০০,০০০/-(চব্বিশ লক্ষ) টাকা Pubali Bank Limited মঠবাড়ীয়া শাখা, যাহার হিসাব নং ৪১৭১১০১০১৫৮৪১ একটি চেক প্রদান করেন।"*** **অপরদিকে অভিযোগকারী/বাদী পি, ডাব্লিউ-১ হিসেবে তার জবানবন্দিতে বলেন যে, "আসামী আমার পাওনা টাকা পরিশোধের নিমিত্তে গত ০৮.১১.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ২৪,০০,০০০/- (চব্বিশ লক্ষ) টাকার একটি চেক প্রদান করেন।" অর্থাৎ অভিযোগকারী/বাদী অভিযোগের দরখাস্তের সহিত জবানবন্দীতে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য।** **অর্থাৎ বাদী/অভিযোগকারীর বর্ণনা মতে মাত্র ১১ দিনের বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে তথা ১১ দিন বিবাহকালীন সময়ের মধ্যে অভিযোগকারীর স্ত্রী অভিযোগকারী হতে ২৪,০০,০০০/- টাকা ঋণ প্রার্থনা করলে অভিযোগকারী তাকে উক্ত টাকা ঋন প্রদান করেন এবং স্ত্রী থেকে উক্ত টাকার একটি অগ্রীম চেক গ্রহণ করেন। ১১ দিনের বৈবাহিক সম্পর্কে স্ত্রীকে ২৪,০০,০০০/- টাকা ধার প্রদান একটি অবিশ্বাস্য এবং বাস্তবতা বিবর্জিত গল্প। এটি কল্পকাহিনীকেও হার মানায়।** **এতদ্সত্ত্বেও অভিযোগকারীর স্ত্রীর পিতা একজন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। অভিযোগকারীর স্ত্রী সদ্য অর্নাস ৪র্থ বর্ষ পরীক্ষা শেষ করা একজন ছাত্রী। একজন ছাত্রীকে ২৪,০০,০০০/- টাকা ধার তথা ঋণ প্রদান হাস্যকর অলীক কল্পনা।** **বাদী/অভিযোগকারী তার ১১ দিনের বৈবাহিক জীবনের স্ত্রীকে ২৪,০০,০০০/- টাকা প্রদান করেছিলেন তৎমর্মে কোন দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।** **বাদী/অভিযোগকারী উল্লেখিত ২৪,০০,০০০/- নগদ টাকার আইনগত অধিকারী ছিলেন তৎমর্মেও আয়কর রিটার্ন তথা কোন দালিলক ও মৌখিক সাক্ষী আদালতে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।**

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বাদী/অভিযোগকারী নগদ ২৪,০০,০০০/- টাকা নিশ্চয়ই ঘরের আলমারী থেকে বের করে আসামীকে প্রদান করেন নাই। তাহলে প্রশ্ন আসে কোন ব্যাংক থেকে তথা তার কোন ব্যাংকের একাউন্ট থেকে তিনি উক্ত বিপুল পরিমান নগদ টাকা উত্তোলন করেছিলেন? সেই ব্যাংক একাউন্টের কোন তথ্য প্রমাণও বাদী আদালতে উপস্থাপন করেন নাই। **অভিযোগকারী কি শর্তে তার ১১ দিনের বৈবাহিক জীবনের স্ত্রী আসামী সাদিয়া আফরিনকে ২৪,০০,০০০/- টাকা ঋণ প্রদান করেছেন তার কোন লিখিত চুক্তিপত্র আদালতে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি অলিখিত চুক্তির ক্ষেত্রে সাক্ষী উপস্থাপন করতেও ব্যর্থ হয়েছেন।** *অভিযোগকারী তার অভিযোগে বর্ণনা করেছেন যে, তার স্ত্রী ঋণ চাইলে তিনি ২৪,০০,০০০/- টাকা ঋণ প্রদান করেন এবং উপরিল্লিখিত ঋণের বিপরীতে তিনি জামানত হিসেবে তর্কিত চেকটি গ্রহণ করেন।* *মোহাম্মদ আলী বনাম রাষ্ট্র এবং অন্য [(2022) 26 ALR (HCD) 209] মোকদ্দমায় অত্র বিভাগ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে,* *"প্রত্যেকটি বিনিময়যোগ্য দলিল প্রতিদানের বিনিময় বা পণের বিনিময় প্রস্তুত বা আদিষ্ট হয়। "* *উপরিল্লিখিত মোকদ্দমায় আরও সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় যে,* *"আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে ঋণের বিপরীতে জামানত হিসেবে গৃহীত চেক প্রতিদানের বিনিময়ে বা পণের বিনিময়ে কোন দলিল নয় তথা বিনিময়যোগ্য দলিল নয়।"* *উপরিল্লিখিত মোকদ্দমায় আরও সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় যে,* *"The Negotiable Instrument Act, 1881 এর বিধান মোতাবেক যেহেতু আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ গ্রহীতা হতে ঋণের বকেয়া তথা অনাদায়ী অংশের জামানতস্বরূপ গৃহীত চেক বিনিময়যোগ্য দলিল নয়, সেহেতু আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ চেক প্রত্যাখানের মোকদ্দমা দায়ের করতে আইনত হকদার নয়।"* **The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ধারা ৪৩ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ**

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		"***43. Negotiable instrument made, etc., without consideration-*** *A negotiable instrument made, drawn, accepted, indorsed or transferred without consideration, or for a consideration which fails, creates no obligation of payment between the parties to the transaction. But if any such party has transferred the instrument with or without indorsement to a holder for consideration, such holder, and every subsequent holder deriving title from him, may recover the amount due on such instrument from the transferor for consideration or any prior party thereto.* *Exception I- No party for whose accommodation a negotiable instrument has been made, drawn, accepted or indorsed can, if he have paid the amount thereof, recover thereon such amount from any person who became a party to such instrument for his accommodation.* *Exception II- No party to the instrument who has induced any other party to make, draw, accept, indorse or transfer the same to him for a consideration which he has failed to pay or perform in full shall recover thereon an amount exceeding the value of the consideration (if any) which he has actually paid or performed.* " ***উপরিল্লিখিত ধারা ৪৩ পর্যালোচনায় এটি কাঁচের মতো স্পষ্ট যে, পণ ছাড়া তথা বিনিময় (consideration) ছাড়া প্রস্তুতকৃত, আদেশকৃত, সম্মতিকৃত, স্বত্বার্পিত (endorsement) বিনিময়যোগ্য দলিল বা চেক পক্ষগণের মধ্যে কোন দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি করেনা। তথা এরূপ চেক দিয়ে The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ১৩৮ ধারায় মোকদ্দমা দায়ের করা যায়না।*** ***সুতরাং এটি দ্ব্যার্থহীনভাবে বলা যায় যে, The Negotiable***

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Instrument Act, 1881 এর ধারা ৫৩ এবং ধারা ১১৮ মোতাবেক পণের বিনিময় ছাড়া বা প্রতিদানের বিনিময় ছাড়া (without consideration) কোন বিনিময়যোগ্য দলিল তথা চেক আইনের দৃষ্টিতে বিনিময়যোগ্য দলিল তথা চেক নয়। ***এককথায় কোন চেক, চেক প্রদানকারী কর্তৃক স্বাক্ষরকৃত হলেও সেই চেকটি চেক হিসেবে গণ্য করা হবেনা যতক্ষন পর্যন্ত না সেই চেকটি প্রদানের বিনিময়ে চেক প্রদানকারী পণ বা বিনিময় বা প্রতিদান হিসেবে কোন কিছু প্রাপ্ত না হন।*** ***ধার, হাওলাত, ব্যবসার জন্য ঋণ প্রদান, উধার, কর্জ ইত্যাদি ঋণের অন্তর্ভূক্ত। উল্লেখিত প্রকার 'ঋণ' 'পণ' বা 'প্রতিদান' নয়। তেমনি ব্যবসার জন্য বিনিয়োগ, লাভের জন্য বিনিয়োগসহ যে কোন প্রকার বিনিয়োগ পণ বা প্রতিদান নয়।*** ***ঋণের জামানত হিসেবে কিংবা ব্যবসার বিনিয়োগকৃত টাকার জামানত হিসেবে গৃহীত চেক বিনিময়যোগ্য দলিল তথা চেক নয়। ফলে ঋণের জামানত হিসেবে কিংবা ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত টাকার জামানত হিসেবে প্রাপ্ত/গৃহীত চেক দ্বারা The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ধারা ১৩৮ মোতাবেক মোকদ্দমা দায়ের বেআইনী এবং এখতিয়ার বহির্ভূত।*** ***বর্তমান মোকদ্দমায় যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয় যে, আসামী সাদিয়া আফরিন কর্তৃক ঋণ গ্রহণ করে ঋণের জামানত স্বরূপ চেকটি অভিযোগকারী প্রদান করেছিলেন তাহলেও পণ বা বিনিময় ছাড়া চেকটি প্রদত্ত হওয়ায় এটি আইনত "চেক" তথা "বিনিময়যোগ্য দলিল" নয়।*** সার্বিক পর্যালোচনায় এটি কাঁচের মতো স্পষ্ট যে, আসামী কর্তৃক ডিভোর্স প্রাপ্ত হয়ে অভিযোগকারী/বাদী তার ১১ দিনের স্ত্রী যিনি সদ্য অনার্স ৪থ বর্ষের পরীক্ষা সমাপ্ত করেছেন তাকে ও তার পরিবারকে শুধুমাত্র অন্যায়ভাবে হয়রানী করার হীনমানসে অত্র মোকদ্দমার কাহিনী সৃষ্টি করে অত্র মিথ্যা, বেআইনী এবং এখতিয়ার বহির্ভূত মোকদ্দমাটি আদালতে দাখিল করেছেন।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অভিযোগকারী/বাদীর এমনতর নিকৃষ্ট, হীন ও প্রতিহিংসা পরায়ন কর্মের জন্য দৃষ্টান্তমূলক জরিমানা প্রদান অপরিহার্য। আদেশ হয় যে, অত্র আপীল মোকদ্দমাটি আইন ও আদালতের কার্যধারার অপব্যবহার করে অত্র মিথ্যা, বেআইনী ও এখতিয়ার বহির্ভূত ভাবে দায়েরের জন্য বাদী/অভিযোগকারী মোঃ রফিকুল ইসলামকে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা জরিমানা প্রদান পূর্বক মঞ্জুর করা হলো। বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ১ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক মেট্রোঃ দায়রা মামলা নং ১০১৪৪/২০১৯ (সি, আর, মামলা নং ৭২২/২০১৮)-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৬.১১.২০১৯ তারিখে তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো। অত্র রায় ও আদেশের কপি প্রাপ্তির ১০(দশ) দিনের মধ্যে আপীলকারী কর্তৃক আদালতে জমাকৃত চেকে বর্ণিত টাকার ৫০% আপীলকারী সাদিয়া আফরিন-কে প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল। অত্র ও রায় আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির পরবর্তী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে জরিমানার ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা আসামী সাদিয়া আফরিনকে প্রদান করার জন্য বাদী/অভিযোগকারীকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় আসামী-আপীলকারী সাদিয়া আফরিন উক্ত টাকা ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৮৬ ধারা মোতাবেক আদালতযোগে আদায় করে নিবেন। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ নথি (LCR) সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ